দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 2 8 JAN 2017 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 7 ...

অননুমোদিত বইয়ের দিকে নজর দিন

সাহাব উদ্দিন বিল্টু

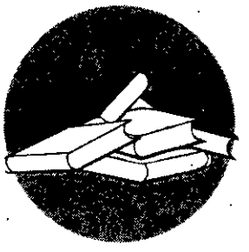

সরকার প্রথম শ্রেণি থেকে বিনামূল্যে বই বিতরণ করছে। সরকারিভাবে প্রথম শ্রেণিতে বই দেওয়া হয়েছে ৩টি। তার পরও স্কুল কর্তৃপক্ষ ধরিয়ে দিচ্ছেন ৮ থেকে ১০টি বইয়ের একটি তালিকা। প্রথম শ্রেণির একটি শিশুর মোট বই সংখ্যা হয় কমপক্ষে ১২ থেকে ১৪টি। ঐ তালিকার ৮ থেকে ১০ পাতার বইগুলো নির্দিষ্ট প্রকাশনী এমনকী নির্দিষ্ট লাইব্রেরি থেকে ক্রয় করতে বাধ্য করা হয়। ৮ থেকে ১০ পাতার বইগুলোর মূল্য দেখলে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা হয়। এক একটি বইয়ের দাম ১০০ থেকে ২৫০ টাকার মধ্যে। বইগুলোতে লেখা থাকে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশনী কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য। কোনো প্রকাশনী যদি কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যতালিকায় তাদের বই অন্তর্ভুক্ত করাতে পারে তাহলেই আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ! তার পর দেখা যায় আরেক ভেলকিবাজি—যেমন প্রথম শ্রেণির একটি বইয়ের মাঝের ২/৪ পাতা পরের বছর দ্বিতীয় শ্রেণির বইয়ের মধ্যে আবার দ্বিতীয় শ্রেণির বইয়ের ২/৪ পাতা প্রথম শ্রেণির বইয়ের মধ্যে। বইগুলোর মধ্যে একেক প্রকাশনীর বইতে একেক রকম তথ্য বা বানান দেওয়া থাকে, যা কোমলমতি শিশুদের জন্য ক্ষতিকর। সরকার যেখানে ৫০ থেকে ১০০ বা তার বেশি পাতার বই ছাপার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছে; যদি প্রয়োজন হতো সেখানে ৮/১০ পাতার বইগুলো বোর্ডের বইতে সংযোজন করতে অতিরিক্ত কতোই বা খরচ হতো? সরকার আর এনসিটিবি কি আলাদা? যদি আলাদা হয়ে থাকে তাহলে কি সরকারকে পাশ কাটিয়ে কিছু ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে টাকার পাহাড় গড়তে অনুমতি দিয়ে থাকে? নাকি দেখেও না দেখার ভান করে? শোনা যায় স্কুল কর্তৃপক্ষ বা শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠানপরিচালকগণ বিভিন্নভাবে প্রকাশকের কাছ থেকে নগদ অর্থ, উপঢৌকনের বিনিময়ে নির্দিষ্ট প্রকাশনীর বই তালিকাভুক্ত করেন। পরিশেষে, শিক্ষার প্রথম ও প্রধান উপকরণ বইয়ের মূল্য বা প্রয়োজনীয়তার ওপর (যদি থাকে) সরকার নজর দেবে বলে আশা করি।

বগুড়া